পুণ্যের জয়।

(নৈতিক দৃশ্যরূপক কাব্য)

শ্রীউমেশচন্দ্র সরকার-বিরচিত।

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY M. M. RUKHIT,

AT THE VICTORIA PRESS,

24, BEADON STREET.

1889.

উৎসর্গ-পত্র।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সরকার, জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহাশয়,

শ্রীচরণেষু।—

দাদা!

আশ্রিত ব্রততীদলে দলি' কালবশে,
ইহলোক ত্যজি' পিতা গেছেন চলিয়া
যে ভীষণ দিনে হায়,—সেই দিন হ'তে
তুমিই আশ্বাসভরে লয়েছ টানিয়া
সোদরা-সোদরগণে শোকোচ্ছ্বাস ভুলি'!—
পেলেছ যতনে, যথা পালেন জননী
স্তনদানে নিজ সুতে শত চুম্ব দিয়া!—
স্মৃতির সমাধি'পরে হেরি নিশিদিন
তোমার কোমল ছায়া আছে আগুলিয়া
আতপের তাপে তপ্ত কিশলয়-দলে,—
সংসার-রৌদ্রেতে পাছে যায় শুকাইয়া!
তোমার স্নেহেতে তা'রা উঠেছে বাড়িয়া,
শিশু লতা বাড়ে যথা মহাতরু-দেহে!
একটী লতার ফুল প্রীতিভরে তাই
এনেছি চরণে তব দিতে উপহার!

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

"পুণ্যের জয়" প্রকাশিত হইল। এতদিন বিবিধ অসুবিধা-বশতঃ ইহা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই।

উপস্থিত গ্রন্থখানির মূল কপি (Manuscript) হারাইয়া যাওয়াতে অনেক স্থলে নূতন ছন্দ সংযোজিত করিতে হইয়াছে। আর যতদূর স্মরণ ছিল, তাহাই যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম। এরূপ স্থলে পুস্তকের অনেক স্থানে অসংলগ্ন ভাব ও ভাষার দোষ থাকা অসম্ভব নহে। মূল কপি হয়ত কোন দুষ্ট লোকের হাতে পড়িয়া থাকিবে, এই ভয়ে, যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তাড়াতাড়িতে মুদ্রাঙ্কন উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে নাই। পাঠকগণ গ্রন্থের কোন স্থলে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিম্বা অন্য কোন রূপ ভুল দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

গ্রন্থে যে সকল চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহা সংসারে বিরল নহে। ইন্দ্রিয়কে বশীভূত ও নিয়ন্ত্রিত করাই ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রিপু-সংগ্রাম ভিন্ন মানুষের হৃদয়ে দেবভাব আসিতে পারে না। মানুষ যত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে, ততই তাহার মন স্বর্গের দিকে ধাবিত হয়। পাপের উপর পুণ্যের জয় জগতের নিয়ম।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ধর্ম্ম, ... স্বর্গীয় দূত।
অধর্ম্ম, ... পিশাচরূপী।
মানব, ... অনুতপ্ত যুবক।
বৈরাগ্য, ... দেবরূপী, ধর্ম্মের অনুচর।
লোভ, }
কাম, } ... ... পিশাচরূপী, অধর্ম্মের অনুচরদ্বয়।

স্ত্রী।

যুবতী, ... সংসার-কাননে পথভ্রান্তা রমণী।
আসক্তি, ... অধর্ম্মের পরিচারিকা।
সুমতি, ... ধর্ম্মের পরিচারিকা।

পুণ্যের জয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য—সংসার-কানন; সময়—রাত্রি।

(ধর্ম্মের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। অনন্ত বরষ ধরি বহে অবিরাম
শান্তির তটিনী যথা, সুখ-সরোরুহ
বিরাজে সবার গেহে দিবস রজনী,—
শান্তিসুখ-নীরে সদা ভাসে পুরবাসী!
'নন্দন-কানন' যথা আনন্দে বিরাজে,
সুরভি কুসুমচয় ফোটে আশে পাশে!
যথা নাই সংসারের ভ্রূকুটী ভীষণ,
সংসারের ভীষণতা, শোকতাপ-ছায়া!
উছলে অমৃত-নদী, শোভে হেথা হোথা
স্নিগ্ধ শান্তি-সরোবর শান্তি-নিকেতনে!
ক্ষরিছে মধুর জ্যোতিঃ সতত যথায়,
সেই দেবলোকে আমি করি নিবসতি!
সুধাপরিমল ভরা সুখ সমীরণ
বিহরে সতত তথা বিভুর আদেশে!—
সুন্দর স্বরগ-শোভা হেরি অবিরত,
ভুঞ্জি সুখ স্বাধীনতা সে সুখ নিলয়ে!—

পুণ্যের জয়।

সুখ-নিকেতন বিশ্ব ছিল এককালে,
'অধর্ম্মে'র অত্যাচারে এবে সে শ্মশান!
চারিদিকে হাহাকার!—উথলে চৌদিকে
পাপের আবর্ত্ত ঘোর!—জ্বলে অহরহঃ,
শ্মশানে চিতার বহ্নি দাবানল সম!
পুত্রশোকাতুরা মাতা কাঁদে অবিরত
অন্তিমে 'অন্ধের নড়ী' হারায়ে অকালে!
সংসারের কলরব ফেলিয়া পশ্চাতে,
উঠিছে ক্রন্দন-রোল ঘরে ঘরে কত!
জগতের চিত্রপটে এ শোকের ছবি
নিরখি 'অধর্ম্ম' দূরে হাসিছে বিকট!
শ্মশানে শোকের অঙ্ক করি অভিনয়,
পিশাচের অট্টহাসি কাঁদায় মানবে!

(দূরে কোলাহল)

কা'র কোলাহল শুনি!—সে পিশাচ বুঝি
আসিছে এ ঘোর বনে; অন্তরালে থাকি
দেখিব কেমনে পারে রিপুগণে ল'য়ে
পূরাতে পাপের সাধ সমুখে আমার!

(অন্তর্ধান)

[দলবল সমভিব্যাহারে অধর্ম্মের প্রবেশ]

অ। বিজন গহন বন ঢাকা অন্ধকারে,
বিশ্ব ঘুমঘোরময়!—শুধু নীরবতা

জাগিছে এ ঘোর বনে; এস সবে মিলি
মাতি সুখ-সরে মোরা ঘোরা নিশাকালে!

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ভ্রান্ত কোন নারী বুঝি আসিছে এ পথে!
অবশ্য কুমারী হবে! চল ত্বরা করি
লুকাই আড়ালে তবে! আসিলে সে হেথা
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ বাঁধিব তাহারে!

(অন্তরালে অবস্থিতি)

[জনৈক যুবতীর প্রবেশ]

যু। কলরব শুনিনু এ পথে; দূর দূরান্তর হ'তে
মোহন সঙ্গীত-ধ্বনি পশে যথা কাণে!
কেহ কোথা নাই হেথা কোথা হ'তে তবে
পশিল সে কলরব এ মোর শ্রবণে?
দেখা'য়ে কে দিবে পথ এ ঘোর কান্তারে?
কাহারে বা সুধাইব, কে আছে হেথায়?
শুধু আঁধারের হেথা আছে অধিকার,
সে আমোদ-কোলাহল মিশিল কোথায়?
একেলা এ ঘোর বনে শিহরে পরাণ,
কোথা যাই কি যে করি না হেরি উপায়!
বিশ্বাস, বিবেক, আশা দেখো মোরে আজি,
এ গহনে ঘন ঘোরা অমানিশাকালে!—
হৃদয়ে সাহস, বল, দাও বিভু মোরে,
তুমি বই বরাভয় কে দেয় মানবে?

অবলা একেলা পড়ি' মাগে ও চরণ,
ও পদে শরণ বই কি আছে ভরসা!—

[ছদ্মবেশী অধর্ম্মের প্রবেশ]

ছ, অ। পথ ভুলি বৃথা কেন ঘোর' বনে বনে?
এস মম সাথে তুমি, তুষিব যতনে!
তৃষিত পথিকজনে তুষি' কুতূহলে
অতিথি-সৎকার-ব্রত করি উদ্‌যাপন!
তৃষাতুর তুমি বড়, এস মোর সাথে,
আরামে বিরাম-সুখ পাইবে অচিরে!

যু। পথহারা আজি আমি দেহ দেখাইয়া
বাহিরিব কোন্ পথে এ কানন হ'তে!—

[ছদ্মবেশী ধর্ম্মের প্রবেশ]

ছ, ধর্ম্ম। (স্বগতঃ)
হায় রে! সরলা বালা কুরঙ্গী সমান
পড়ে বুঝি বাঁধা এই দুরাচার-পাশে!
পড়িলে আবর্ত্ত-টানে ক্ষুদ্র তরি যথা
ঘুরিয়া পড়ে সে পাকে বেগে অনিবার,—
তেমতি দেখি এ নারী চলে আত্মহারা!
ফিরিবে কি সাধু পথে আমার কথায়?
পারিব কি ফিরাইতে এ মনোপ্রবাহ?
(প্রকাশ্যে)—কোথা যাও, রমণি গো, ফির' একবার,—
চলেছ কাহার সাথে দেখনি ভাবিয়া?

ভুলনা মোহন রূপে, ছদ্মবেশী পাপ !—
এ ভব-কানন-তলে সহস্র পথিক
নিশি দিন পড়ে ধরা দুরাত্মা-কবলে !
চলেছ পিয়িতে যেই পিপাসার বারি,
না ছুঁইতে জলাশয়, যাইবে সরিয়া
নিশীথ স্বপন-সম,—মিটিবে না তৃষা !
সার-উপদেশ এই কহিনু তোমায়।
এস, এস, মোর সাথে, দেখাব সুপথ।

ছ, অ। (যুবতীর প্রতি)
ভুলনা, পথিক এই দুষ্টের কথায় !
কোথা হ'তে আসিল এ কুরূপ তস্কর ?
জানি আমি সব পথ যেথা যত আছে,—
দেখাইয়া দিব তোমা কহিনু নিশ্চয় !
চিরদিন বাঁধা আমি রব তব পদে,
দীনের কুটীরে যদি দাও পদছায়া !

যু। (অধর্ম্মের প্রতি)
যেই হও তুমি দেব, নমি ও চরণে,—
পূজ্য তুমি !—সৌম্য মূর্ত্তি মোহিয়াছে প্রাণ !
উদ্দেশে প্রণতি আমি করি তাঁর পদে,
যে তোমারে এ বিজনে দিলা হেন মতি !
কোথা সে কুটীর তব? সাধ হয় মনে
যাইতে কুটীরে তব, শ্রান্ত আমি অতি !—

অ। নহে বহুদূর ধনি!—এস দ্রুতগতি,
চৌদিকে আঁধার ঘোর করে কলরব!
(অধর্ম্ম ও যুবতীর প্রস্থান)

ছ, ধর্ম্ম। (উচ্চৈঃস্বরে)
যাও, কিন্তু সাবধান!—শিহরে পরাণ
স্মরি' ভবিষ্যৎ তব!—মারিলে কুঠার
জীবন-তরুর মূলে, আপনি নির্বোধ!
(অন্তর্ধান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাননতল,—অধর্ম্মের রাজপ্রাসাদ।

অ। ব'স দেবি মম পাশে! পতি বিনে কভু
সাজে কি সতীর গর্ব্ব?—বৃথা দম্ভ তব!
যু। এই কি কুটীর তব?—ভণ্ড দুরাচার!
কি সাহসে অবলারে আনিলে হেথায়?
ভেবেছ কি পাপফাঁসে বাঁধিবে আমারে?
বৃথা সে গরব তব,—নাহিকো শকতি!—
অ। ক্লান্ত তুমি আজি তাই এনেছি এখানে,
লভিতে বিরাম-সুখ শান্তি-নিকেতনে।—
কি চাও, সুন্দরি তুমি, রাজ্য, জনপদ
যা চাহিবে পাইবে তা' এস মম পাশে!—
এস হৃদে ব'স মোর, মিটিবে পিয়াস!—
দুর্লভ এ সুখ হায় রাজ্য-বিনিময়ে!—

উছলিবে নিত্য নব রহস্ত উৎসব,
নৃত্যগীত রসামোদে মাতিব দুজনে!
হৃদয়ের রাণী তুমি হ'লে একবার,
কিছুই অভাব তব থাকিবে না আর!—
ভুঞ্জিব অক্ষয় সুখ দোঁহা এ কুটীরে,
সুখে বাধা কেহ হেথা দিবে না কখনো!
প্রেমিক প্রেমিকা-পাশে বসন্ত-আগমে
সতত বিহরে সুখে!—সে প্রেমের স্রোত
সেই ধ্রুব লক্ষ্যপানে ছুটে অবিরাম!—
রোধিতে তাহার গতি সাধ্য আছে কার?—

যু। চাহি না ক্ষণিক সুখ,—কিবা কাজ তায়?
চাহি আমি সেই সুখ যে সুখে মজিলে
সংসারের শোক তাপ পাশরিয়া সুখে
পাই প্রেমশান্তি-সুধা, জ্বালাময় প্রাণে!
পাইবে কোথা তা তুমি?—নরকের কীট!
মরতে স্বর্গের সুখ পায় কি সকলে?—
কি ছার ইন্দ্রিয়-সুখ তুচ্ছ তার কাছে,—
তুচ্ছ সুখে আর মোর নাহিকো প্রয়াস!—

অ। কঠিন হৃদয় তব! তাই বিধুমুখি
নিন্দ' অধর্ম্মেরে তুমি! কেন লোকে তবে
কণ্টক-কমলে বল ভালবাসে এত?
সৌন্দর্য্যে মোহিত সবে এ মহীমণ্ডলে!—

সুখের যৌবন বল কত দিন তরে ?
কেন বা উদাস ভাব ভাসে তব মুখে ?—
এই শশী নভোতলে বসি'
বিলাইছে সুধা কর-রাশি,—
প্রফুল্ল আকাশ, ধরা !
প্রকৃতি পাগল পারা !
সকলেই সুখে মাতোয়ারা !—
কে জানে—উদিবে কবে
ঘোর ঘনঘটা নভে ?—
ঢাকিবে কৌমুদীরাশি,
ঘন ঘোর আঁধার আসি'
ডুবাবে চকিতে ক্ষীণ তারকার ধারা !
তাই বলি থাকিতে যৌবন,
কর সুখে জীবন যাপন !—
বৈরাগ্যে হৃদয় রেখে
কি কাজ ধরাতে থেকে ?
কেন বা রচিবে সাধে বিষাদের কারা ?

(সুমতির আবির্ভাব।)

সু। (যুবতীর প্রতি)
ফেলো না চরণ তব কুহকীর ফাঁদে।
সাধ ক'রে রিপু-করে সঁপো না পরাণ !
পশু সেই প্রলোভনে মজে গো যে জন,—
অনলে পতঙ্গ যথা, লভিতে মরণে !—

যেও না কুপথে কভু করি অনুনয়,
সাথে সাথে আমি তব রব নিরবধি।
(অন্তর্ধান)

যু। (অধর্ম্মের প্রতি)
ভীষণ আকাঙ্ক্ষা তোর! কি সাহসে আজ
চাহিলি অবলা-পানে নিভাইতে তোর
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়-তৃষা?—মোহনিদ্রা ঘোর
ভাঙ্গেনি, ভাঙ্গিবে যবে মিটিবে কামনা!—

(ধর্ম্মের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। ঘিরেছে উরধে ঘনঘটা ঘোর,—
তমসা নিবিড় ঘেরি চারিধার
ভবিষ্য-আকাশে করে হাহুতাশ!—
তরাসে পরাণ কাঁপে অনিবার,
কেমনে হইবে ভবসিন্ধু পার
বিনা সে করুণা-কিরণ বিকাশ?—
জর্জ্জর যে বিষে,
তরিবে সে কিসে,———
সে যদি রিপুরে সেবে বার মাস?—
প্রকৃতি হাসিলে হাসে ধরাতল,
ফুটিলে হৃদয়ে বাসনা চপল,
মুকুরে সে ছায়া জাগিয়া উঠে!
মুখে মধুমাখা, অন্তরে গরল!
প্রাণের যাতনা চাপি অবিরল
অধরে জোছনা কেন বা ফুটে?—

রিপু-সেবা করি যে যাতনা পাও,
ঘাহিরে তাহারে ফুটিতে কি দাও?
অমনি আবার নব সুখ-আশে,
ভগ্ন হৃদি লয়ে প্রলোভন-পাশে
বাঁধিয়া অন্তর, বিষের জ্বালায়
ভয়ে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াও!—
বদমা'সী, চুরী, জুয়া বাটপাড়ি,
ক্ষমা নাহি তাঁর!— শত অশ্রুধার
পারে না করিতে পরমেশ-চিতে
দয়ার সঞ্চার!—সকলি বিফল!—

অ। ঈশ্বর?—ঈশ্বর?—
কোথা তবে সেই নিত্য নিরঞ্জন,
ভক্তিভরে যা'রে কর' আরাধন?—
ব্রহ্ম আছে যদি তবে নিরবধি,
মহীতল বাসী কেন অবিনাশী
শোক, দুঃখে হায় যাতনা সহে?—
রোগের আগার, কেন রে আবার
দেহী কলেবর? কোন্ সুখে নর
জীবনের ভার ধরাতে বহে?—
সর্ব্বশক্তিমান্ যদি ভগবান্,
হইয়ে নিদয়, কেন প্রহারয়
শোক, তাপ দিয়ে নিরীহ জীবে?
শোক, মৃত্যু, জরা কেন এই ধরা

করে অধিকার ? কেন এ বিকার
হেরি অহরহঃ বিপুল ভবে ?—

ধর্ম্ম। হৃদয়ের ঘরে, ভূধরে, সাগরে,
অনলে, অনিলে, গহনে, সলিলে,—
যেখানেই বল, রয়েছেন সেথা
সদা বিদ্যমান্ সর্ব্বশক্তিমান্ !—
তাঁরি কৃপাবলে, এ জগতীতলে,
পাপী, তাপী সবে পায় পরিত্রাণ !—
বিবেকের বাণী শ্রবণে না শুনি,
রিপুর ধেয়ানে, আপনার মনে
চলেছ স্রোতের যেদিকে টান !
নিজে করি' দোষ কেন কর' রোষ ?
দোষি পরমেশে কেঁন হেসে হেসে,
তুচ্ছ সুখ-আশে, প্রবৃত্তির পাশে
বাঁধরে হৃদয় তাঁহারে ভুলি' ?—
কর' মহাপাপ রোগ, দুঃখ, তাপ
তাই বহে প্রাণে তরঙ্গ তুলি' !—
মরণ সৃজন, নহে অকারণ !
অন্তরে ইহার, শুভ ইচ্ছা তাঁর
রয়েছে নিহিত ;—ভোগসুখরত
মানবের আর কে করে উদ্ধার ?
পারাবারে যা'র, বিভু কর্ণধার,
বিপদ-তুফানে কি ভয় তাহার ?—

অ। এই মম আঁখি' পরে গিরি হিমালয়!
এই তো গহন বন বিভীষিকাময়!
শিলাতলে শৈবলিনী গরজে গভীর—
হিমাদ্রির উচ্চ শিরে শোভিছে মিহির!
অতি ধীরে ধীয়ে নভে তারাবলী ফুটে,
সাগর-উদ্দেশে নদী প্রাণপণে ছুটে!
মধুর সমীরে ধীরে উঠিছে লহর,
বায়ুভরে থরে থরে নাচে তরুবর!
সকলি নিরখি, কিন্তু তমসে মগন,
সত্য নাহি হেরে কিছু মানস-নয়ন!

ধর্ম্ম। যতই ঢাক'না রবে যত দিন,
কলঙ্কের কালি কভু মুছিবেনা!
তুঁষের আগুনে পাপ কাজ তব
চিরদিন কভু চাপা থাকিবেনা!
কি কাজে এসেছ কি কাজ করেছ
পার কি বলিতে পৃথিবীতে এসে?
পারিবে বুঝিতে যবে ওই চিতে
চিতার আগুন জ্বলিবে শেষে!
হৃদয়ের তার যখন তোমার
ছিঁড়িবে, কিছুই ভাল লাগিবেনা!
বুঝিবে তখন বিনা সেই জন
ভাঙ্গা হিয়ে জোড়া কভু লাগিবেনা!

[দূরে মানবছায়া দৃষ্টে]

(স্বগতঃ) হেরি না মানব! হরষিত চিতে

আসিছে এ পথে! সে কি জানেনাকো
কি প্রেমের ফাঁদ   পাতিয়া হেথায়
আছে মহাপাপী?——
(প্রকাশ্যে) আজীবনযাপী   যন্ত্রণা ভুগিতে,
কেনরে মানব   দেখিয়ে বিভব,
কুহকেতে ও'র   কেন আপনার
জ্বালা'তে পরাণ   এস ধীরি ধীরি?—
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ-সন্নিহিত পুষ্পোদ্যান।

[এক দিক দিয়া যুবকের এবং অপর দিক দিয়া যুবতীর প্রবেশ।]

যুবক। লক্ষ্যহীন এ জীবন! বিস্তীর্ণ প্রান্তরে
তরুণ তুরঙ্গ যথা মুক্তভাবে ধায়
তেজোরাশিভরা, দম্ভে লঙ্ঘিয়া বাধায়,—
তেমতি এ চিত্ত মোর, যৌবনের তেজে
সতত চঞ্চল হায়! না মানে বন্ধন!
বরিষার স্রোতোজল কে পারে রোধিতে?
বরষ বরষ ধরি' বিহিত বিধানে
করিনু কতই শ্রম জ্ঞানলাভতরে,—
শৈশবের কত আশা, উদ্যম, প্রয়াস
একই আকাঙ্ক্ষাতরে হইত জাগ্রত,—
লভেছি তো সেই ফল, তবু কেন আজ

নীরস, কঠিন ঠেকে ভবলীলা মোর !
হৃদয়ের অন্তস্তরে যে তৃষা-অনল
জ্বলিতেছে অহরহঃ, জ্ঞানে কি তা নিভে ?—
সংসারের কোলাহলে মিশিলেও হায়,
পারিনা তো পাশরিতে প্রাণের যাতনা !
তরল আমোদ-স্রোতে যায় না তো ভাসি’
অশান্তির বিষবৃক্ষ !—দৃঢ় মূল তার !—
কত দেশ দেশান্তরে—শেখরে, কান্তারে—
নদীতীরে—সিন্ধুবক্ষে—মরুতে—নগরে
প্রকৃতির লীলাস্থলে করিনু ভ্রমণ
ঘুচাইতে মনস্তাপ—মিটা’তে পিপাসা ;
সকলি বিফল হ’ল,—মিলিল না সুখ !—
না জানি সে কিবা ‘সুখ’,—যা’র তরে প্রাণ
স্বতঃই অস্থিরমতি ;—যথা কম্পমান
দিক-দরশন যন্ত্রে উত্তরমুখিনী
শলাকা—আপন দিশা হারায় যখন !
আমার উত্তর দিক কোথায় ?—কোথায় ?—
কই সেই ধ্রুবলক্ষ্য—বাসনার গতি
ফিরা’লে যাহার পানে জীবন সফল ?—
পা’ব কি সে ধ্রুবতারা ? পাপী আমি ঘোর,
কি সাহসে চাই আজ সে চিরসহায়ে
দেখাইয়া দিতে পথ যথা আমি যাই !—
অপাত্রে করুণা কভু কেহ না বিতরে !—
লক্ষ্যহারা হ’য়ে বল কতকাল আর

ভ্রমিব জীবন-পথে ?—পারিনা যে আর
সহিতে সে শেলসম কঠোর যাতনা,—
সহস্র বৃশ্চিকপ্রায় দংশে অনিবার!—

(ক্ষণেক চিন্তার পর যুবতীকে দেখিয়া)

অকস্মাৎ একি ভাব অন্তরে আমার!—
হয়েছি আপনাহারা!—কা'র তরে প্রাণ
ছুটিছে অনন্ত-পথে লক্ষ্যহীন হ'য়ে!—
হিমাদ্রি-নিঃসৃত নদী ধায় যথা সুখে
মিশা'তে জীবন-সিন্ধু অম্বুরাশিনীরে;—
প্রেমান্ধ সে ক্ষুদ্র প্রাণ ছিঁড়িয়া বন্ধন
এসেছে মায়ের কোল শূন্য করি' তা'র!—
ফিরিতে নাহিকো সাধ! জাগে শুধু মনে
প্রবল প্রণয়-তৃষা মিটা'বে কেমনে!—
সংসার-আসক্তিশূন্য ক্ষুদ্র শিশুপ্রায়,
এ ক্ষুদ্র শরীর মন হয়েছে চঞ্চল!—
জানিনা, বুঝিনা কিন্তু কি উপায়ে আজ
সেই ধ্রুবলক্ষ্য ধরি' চালা'ব তরণী!—
সম্মুখে কুয়াশা ঘোর!—সে করুণা-জ্যোতিঃ
পাই যদি প্রাণে কভু, হবে তবে দূর
এ ঘন তমসা ঘোর!—কিন্তু আমি হায়
দিশাহারা হ'য়ে আজ এসেছি এ পথে!—

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)

হৃদি-সরোবরে আজি কে ছড়া'লে এত হাসি,—
চাঁদের কৌমুদীমালা, কনক মুকুতারাশি!—

কে জানে বনের মাঝে পথহারা কোন জন
গিয়াছে পশ্চাতে ফেলি’ একটী কোমল মন !
জীবন-উদ্যানে কভু ফোটে কি এমন ফুল,—
সৌরভে আকুল অলি, রূপের নাহিকো তুল !—
কেনরে উহারে হেরি’ উথলে পরাণ মোর ?—
শিথিল শরীর-গ্রন্থি, অবশ ইন্দ্রিয়-ডোর !
বিষয় বাসনা, নীচ ইন্দ্রিয়-লালসা, ভয়,—
যাও চলি’ একে একে, দুরন্ত পিশাচচয় !—
যে গড়েছে হেন ফুল, ভাব’ সেই প্রাণারামে,—
পাষাণে শোকের অশ্রু বহে যাঁর পূত নামে !—
অনন্ত প্রেমের বীজ পূরিয়া এ ক্ষুদ্র বুকে,
তাঁহারি চরণ-প্রান্তে ত্যজিব পরাণ সুখে !—

যুবতী। এ দিব্য অতুল কান্তি নেহারি’ আকুল প্রাণ,
প্রাণের ভিতর প্রাণে কে যেন গাহিছে গান !—
পূর্ণিমার ভরা নদী ছুটিছে আপন মনে,—
বাধা বিঘ্ন ঠেলি’ দূরে সাগর-সঙ্গমপানে।—
গাছ পালা, ফুল, ফল উঠিছে আশায় ফুটি’,
পাশব-প্রণয়-সখা প্রাণেতে পড়েছে লুঠি’ !
জীবনে নূতন প্রাণ, নূতন আকাঙ্ক্ষা, আশা,
আকুল করেছে মোরে,—প্রভাত হয়েছে নিশা !—
উন্মত্ত নদীর জলে উঠেছে উচ্ছাস ঘোর,—
কে রোধে বালির বাঁধ,—যৌবন-তরঙ্গ-জোর !

[সুমতির আবির্ভাব]

সু। ক্ষান্ত হও, কর দোঁহে ইন্দ্রিয় দমন,
কি কাজ মিটা'য়ে বল বাসনা, পিয়াস ?—
পাপে মজি' কেন ফেল' আকুল নিঃশ্বাস ?—
ধর্ম্মপথে সদা সুখে কর বিচরণ !—

পশুসম কেন ভ্রম' সুখ-আশে আর ?—
ধর্ম্মে মতি রাখ যদি পাইবে রতন।
এ বিপদে বিভু-পদে লইয়া শরণ,
জীবন-কর্ত্তব্য-পথে হও আগুসার !—

হিমাদ্রি-নিঃসৃত দুটী ক্ষুদ্র নদনদী
বিশ্বপ্রেম-পারাবারে যাউক মিশিয়া,
পর-উপকারব্রতে আপনা ভুলিয়া
সঁপি' তনু মন, হও সুখী নিরবধি !

(অন্তর্ধান)

[কামের আবির্ভাব]

কা। নেহার' প্রমত্ত নর কি অতুল দিব্য সাজে
সেজেছি আজিকে,—হেথা স্বর্গের সুষমা রাজে !—
পাশব-আকাঙ্ক্ষা ল'য়ে আধ' ফোটা ফুল দুটী
এ শুভ বাসরে আজি উঠুক হরষে ফুটি' !
হৃদয় যাহারে চায় লও কোলে টেনে তারে,—
সাজা'য়ে সে বর-বপু কুসুম-মুকুতাহারে !—

হের' এ নিশীথে ওই সুন্দর প্রকৃতি-ছবি,—
পুলকে বিপুল বিশ্ব গিয়াছে অধিক ডুবি'
সে দিব্য সুষমামাঝে!—ভুলিয়া শোকের গান
পূরাও প্রাণের সাধ, শীতল কর' ও প্রাণ!—

[সুমতির পুনরাবির্ভাব]

সু। সাহসে নির্ভর করি' চ'লে যাও আনমনে,—
আপন গন্তব্য-পথে, কে কাহারে লয় টেনে?—
যেখানে যাইবে তুমি বিঘ্ন বাধা নাহি র'বে,—
পাষাণ পর্ব্বত ভাঙ্গি' তরঙ্গ ছুটিয়া যা'বে!
যেখানে দেখিবে ভীম, অলঙ্ঘ্য তটিনী, গিরি,
চলিবে সম্মুখে তেজে বিপদবারণে স্মরি'!
পাশব-আকাঙ্ক্ষা যত চূর্ণ হয়ে যা'বে দূরে,—
প্রাণের স্বর্গীয় শান্তি প্রাণেতে আসিবে ফিরে!
চেওনা পশ্চাতে ফিরি' যেখানে জোছনা নাই,—
চির অশান্তির বহ্নি জ্বলিছে সকল ঠাঁই!
আইস আমার সাথে, যথায় জোছনা হাসে,—
নাই দ্বেষ, কুটিলতা, সবাই আনন্দে ভাসে!
সে শোভা হেরিলে সুখে হৃদয় উঠিবে ভরি',
পাষাণে প্রেমের অশ্রু নীরবে পড়িবে ঝরি'!

(অন্তর্ধান)

যুবতী। (স্বগতঃ)

বুঝিনু আজিকে আমি কি ফল লভেছি জ্ঞানে!
জীবনের কত বর্ষ কেটেছে রিপুর ধ্যানে!—

মাথার উপরে কত রয়েছে ভাবনা-ভার!
ফিরেও পাপের পানে কখনো চা'বনা আর!—
রিপুর দাসত্ব-বোঝা বয়েছি বারটি মাস,—
তবুও মেটেনি হায় এ পোড়া প্রাণের আশ!—
বিষয়-ভাবনা ভুলি' স্মর' সে সারাৎসারে,—
ভবের কাণ্ডারী বই কে লয়ে যাইবে পারে?—

(অলক্ষিতভাবে প্রস্থান)

যুবক। (বিষণ্ণ মনে)

নিশীথে স্বপনসম কি হেরিনু আজি হায়,—
খেলে প্রাণে বাসনা চপল!
ক্ষণপ্রভাসম যেন, চকিতে চমকি' মন
লুকা'ল সে জোছনা বিমল!—
আশার হৃদয়ে আজি পশিল নিরাশারাশি,—
স্নেহ-পাশ পড়িল খসিয়া!—
মায়া মমতার ডোর ছিন্ন করি' শতভাগে
সোজা পথ দিয়াছে বলিয়া!—
বুঝিনু আজিকে আমি এ জগতে অপনার
কেহ নাই,—কাঁদিবে কে হায়!
সবাই উন্মত্ত সুখে! কে কাহারে লয় খোঁজ—
পথহারা আমি অসহায়!—
চাহিনা পার্থিব সুখ,— বুঝেছি অনিত্য সব,—
জগতের যত জীবগণ!
দুদিনের তরে এসে, কেন আর ভোগসুখে
বৃথা হায় কাটাই জীবন!—

আজ হ'তে যত দিন থাকিব এ ধরাধামে
ভোগসুখে করিব না আশ !—
মুক্তিলাভতরে শুধু পূজিব সে প্রেমধনে,—
ছিন্ন করি' দাসত্বের পাশ !—
ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে কাটানু এতেক কাল,—
আর কেন,—হয়েছে চেতন !
ক্ষণিক সুখের তরে— আশার আশ্বাসে কেন
ঘুরে ঘুরে বেড়াই এখন !—
কোথাও তো শান্তি নাই !— খুঁজি এ জগতময়
শুধু হেরি সমুখে আঁধার !
ভবিষ্যের রঙ্গভূমে, জীবনের অঙ্ক আজ
অভিনয় হ'তেছে আমার !—
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য—হিমাদ্রি-শিখর।

সময়—প্রাতঃকাল।

[মানব শৈল-শিখরে দণ্ডায়মান।]

মা। আর কেন, দগ্ধ মন! ফিরাও ফিরাও
জীবনের বাঁকা গতি থাকিতে সময়!
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সমুখে তোমার,—
ভবিষ্যের সুখ-রবি যায় অস্তাচলে!—
কি আশা হৃদয়ে ল'য়ে চলেছ এখন,—
ডোবে যে তরণী হায় সিন্ধু-স্রোতনীরে!—
(কিঞ্চিৎ চিন্তা করতঃ)
হায়, গিরি! তুমি বিনা কে আর মুছা'বে
এ পাপীর অশ্রু-জল,—কেবা আছে মোর?
কে আর শিখা'বে বল তুমি বিনা জীবে
বিভুর বিচিত্র লীলা প্রকৃতি-লেখায়?—
তাই আজ হৃদিমাঝে আশাশ্বাস ধরি',
এসেছি পাপের জ্বালা ভুলিতে হেথায়!
কে তুমি হে গিরিবর?—কোথা হ'তে আসি'
ভুলাও প্রমত্ত নরে এ বিজন দেশে?—
কে দিবে উত্তর মোরে?—যোগনিদ্রা তব
জানি না ভাঙ্গিবে কবে!—অনুতাপী নর

এইমাত্র ভিক্ষা আজ যাচে তব পাশে,—
দেহ দেখাইয়া দীনে দেব পরমেশে!
তবু নিরুত্তর তুমি! হতভাগ্য আমি,
তাই রে সুধাই গিরি তোরে বারে বারে!
কলঙ্ক আমার কিরে ঘুচিবে না আর?
নিরাশে কি সুখ-আশে যা'ব ঘরে ফিরে?—
শৃঙ্গ হ'তে ঝাঁপ দিয়ে পড়িব এখনি
তব উপত্যকা-তলে,—ঘুচিবে যাতনা!—
(পতনোদ্যত)

[পশ্চাৎ হইতে আসক্তির প্রবেশ।]

আ। কি কর নির্ব্বোধ নর! আত্মহত্যা করি'
পবিত্র হিমাদ্রি-পৃষ্ঠ ক'র না দূষিত!
হেথায় নরের কোন নাহি অধিকার!—
কেন তবে তুচ্ছ প্রাণ যাও ত্যজিবারে!—
সহস্র বন্ধনে বেঁধে রেখেছি তোমায়!—
লোহের শৃঙ্খলে বদ্ধ বিহঙ্গম যথা!
জগজন বাঁধা যাহে সে মায়া-শিকল
কাটিবে কেমনে তুমি?—বৃথা তব আশ!—
(অন্তর্ধান)

[অন্য দিক্ দিয়া সুমতির প্রবেশ।]

সু। এতদিন মত্ত নর, রহি' ঘুমঘোরে,
পেয়েছ উচিত ফল! জাননা কি তুমি

পাপের অন্তরে বিষ বাহিরে সরল ?—
ইচ্ছা করি' কেন ঝাঁপ দাও পাপ-ফাঁদে ?
ঘৃণ্য পাপ-পথ হ'তে ফিরা'বার তরে
কত যে করেছি যত্ন কে তাহা বুঝিবে ?—
সমুখে অচল তব দেহে তরু ধরি'
দাঁড়াইয়া আনমনে ;—আশ্রয়-লতিকা
উপাড়ি' পড়িছে ধীরে ঝরণার ধারা,—
মৃদুল গম্ভীর শব্দ উঠিছে চৌদিকে !—
নয়ন উন্মিলি', নর, হের' চারিভিতে
ভূতলে স্বরগ-শোভা প্রকৃতি-সদনে !
ফিরাও মনের গতি ; কেন পাপে মজি'
বাড়াও পাপের ভরা ?—কোন্ সুখে আর
বহিবে জীবন-ভার পাপে ডোব' যদি ?—
চল সত্যপথে এবে করি অনুনয় ।—
বিধাতার বিধি তব নাহি অবিদিত,—
ধর্ম্মের কপালে সুখ বাঁধা চিরকাল !

মা। হিতবাক্য তব সব সত্য ব'লে মানি।
ভুগি আমি বিধিমতে যাতনা-অনলে !—
দিনে দিনে কত বর্ষ ডুবিল তুফানে,—
তবুও এ হিয়ামাঝে জ্বলে দাবানল !
ভাঙ্গিয়া পড়িছে হৃদি, তবু অবিরাম
বিরলে চিতার বহ্নি জ্বলে ধিকি ধিকি !—

সু। সাবধান! কুহকীর মধুর বচনে
ভুলনা এবার পুনঃ, সাধ ক'রে আর
দিওনা প্রাণের তব শুভমতি যত
বলি রিপু-পদে;—কর' ওহিয়া সবল!
থেকো সত্য পথে হৃদি হইবে সরস,—
নিত্য সুখে সুখী তুমি হবে ধরাধামে।
কালের কুটিল স্রোতে দেখিতে দেখিতে
মিশিল বরষ কত;—কিন্তু কৈ হেরি
আননে হাসির রেখা?—বল বল কবে
ফিরিবে এ দিন তব, ঘুচিবে বিষাদ,
ফিরিবে জীবন-স্রোত বিভু-পদপানে?—
(অন্তর্ধান)

মা। (আপন মনে)
দূর দূরান্তরে, কুয়াসার ঘোরে,
শোভে কি সুন্দর শুভ্র কলেবর
হিমাদ্রি-শিখর পরশি' নভে!—
দিবস শর্ব্বরী কুল কুল করি',
ঝরণার জল, অতি নিরমল,
পড়িছে ভূধর-শরীর ভেদি'!
যথা সিন্ধু-ঘোষ করি' মহারোষ
পশে রে শ্রবণে,— কাঁপে দূর জনে,—
কলরব তা'র দিগন্ত-নাদী!—
তেমতি এ হিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,

থেকে থেকে শুনি ঝরণার ধ্বনি!—
দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রতিধ্বনি গিয়া
শ্রবণে চকিতে বাজায় শিঙা!—
ওদিকে তপন রক্তিম বরণ,—
প্রভাত-পরশে, উঠিছে নভসে,
সোণার কিরণ ভারতে দিয়া!—
হের রে নয়ন! অতি সুশোভন
স্বরগের শোভা, মুনি-মনোলোভা,
রত্নপ্রসবিনী অবনী-বুকে!
প্রাণ উড়ে যাও, হও রে উধাও!—
কি কাজ থাকিয়া, যাতনা সহিয়া?—
সারাটি জীবন কেটেছে দুঃখে!
আয় অশ্রুজল! প্রাণের সম্বল
তুই রে আমার!— তোমা বিনা আর
কিসে পাই বল শান্তিসুধাকণা?—
আঁধার, আঁধার এ হিয়া-মাঝার!
চারিদিকে চাই, কোথা শান্তি নাই!
কোথায় এ হিয়া জুড়া'ব বল না?—
দিবস যামিনী, কাঁপা'য়ে ধমনী,
পাপ-কোলাহল পশে অবিরল
দগ্ধ শ্রুতিমূলে!
হৃদয়-শ্মশানে, জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে
চিতাগ্নির শিখা!— কত বিভীষিকা
হেরি মহীতলে!

করি' প্রাণপণ কেন রে তখন
মাতোয়ারা হয়ে ডুবেছিনু পাপে ?
ঠেলেছি চরণে শুভমতিগণে !—
সহি এ যাতনা তা'দেরি শাপে !—
(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য—যক্ষপর্ব্বত।

সময়—সায়ংকাল।

[কাম, লোভ প্রভৃতি পিশাচগণ উড্ডীয়মান]

কা। (লোভের প্রতি)
চল মর্ত্তভূমে, ভাই, যাই ত্বরা করি'—
ডুবেছে সহস্রকর ! বিপরীত ভাগে
বিস্তারি' শীতল, শান্ত, জ্যোতিঃ নিরমল,
উঠিছে চন্দ্রমা পুনঃ; উঠিছে উজলি'
গিরি, নদী, সরোবর, বন, জনপদ
বিমল জোছনালোকে। গিরি-গুহামাঝে
কাঁপিছে আঁধার ভয়ে থর থর করি',
লুকা'বে কোথায় তাহা খুঁজিয়া না পায় !—
মৃত পাপ মূর্ত্তিমান পিতৃদেব মম,
বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাঁর ছিল এককালে !

(কিন্তু) অগণিত জনপদ করগত এবে
হয়েছে ধর্ম্মের হায়! আততায়ী ঘোর
সব সুখে জনকেরে করেছে বঞ্চিত!
কি ক'ব দুঃখের কথা ব্যথা প্রাণে লাগে,—
পাগল ধর্ম্মের সুখে ধরাবাসী সবে!—
প্রতিপত্তি আর মোর নাহিকো তথায়!—

লো। যথার্থ তোমার কথা!—ধরামাঝে কেহ
সযতনে আর মোরে কেহ না সম্ভাষে!
কত কি সুন্দর ছবি ধরি আঁখি'পরে
ভুলা'তে কামুক জনে! তবু কতবার
আশায় নিরাশ হয়ে ফিরি গৃহপানে!—

ক্ষা। কি কাজ স্মরিয়া ভাই সে সকল কথা?—
স্মরি যবে ব্যথা ঘোর প্রাণে লাগে মম!—
চল ধীরে ধীরে মোরা নামি ধরাতলে,—
কেন আর বৃথা কাজে কাটাই সময়!—
(প্রস্থান)

———

তৃতীয় অঙ্ক।

দৃশ্য—মহীতল।

সময়—নিশীথকাল।

মানব। পুণ্যদা পূর্ণিমা নিশি! নিশীথ আকাশে
পূর্ণকলা সুধাকর শোভিছে সুন্দর!
তীব্র হাসি হাসি' ক্ষীণ তারকা-নিকর
গম্ভীর আকাশ-কোলে গেছে মিলাইয়া!—
গাছপালা, ঘর বাড়ী, কুটীর, ভূধর
মেখেছে জোছনা সবে! তৃষিত চকোর
সুধা-আশে নীলাকাশে উঠে দ্রুতগতি!
গৃহস্থের ঘর বাড়ী, কুটীর, প্রাঙ্গণ
সোণার কোমল' করে হয়েছে রঞ্জিত!—
'আয় চি', 'আয় চি' বলি' ঊর্দ্ধমুখে শিশু
ডাকিছে প্রাণের প্রিয় স্নিগ্ধ শশধরে!
হসিত-মূরতি সদা,—জননীর কোলে
আধ' ফুট' কথা তা'র কতই মধুর!—
সংসারের কুটিলতা পারে না পশিতে
সরলতামাখা সেই শিশুর পরাণে!—
শৈশবের এত সুখ মিশিবে কোথায়?—
কে জানে কোথায়,—যবে পশিবে হৃদয়ে
কালকূটভরা রিপু! উঠিবে পড়িবে
সে সংগ্রামে কতবার নাহিকো নির্ণয়!

কতবার মনে করি উঠিব এবার
নূতন উদ্যমভরে নব আশা লয়ে,
কিন্তু কোথা হ'তে, হায়, আসে রিপুচয়,
ভুলা'তে মোহন স্বরে ধীরে ধীরে মোরে!
অন্তরে বিষাদ, তবু যাই ডুবে ডুবে—
লভিতে মরণ সুখ—পাপ-পথে পুনঃ!
নারকী আমি যে ঘোর! কেন তবে তবু
নিরাশ জীবনে পুনঃ ফুটে জ্যোতিঃকণা?
চাহিতে কি অধিকারী স্বরগের পানে
এ পাপী মরতে কভু?—তবে কেন হায়
বিশ্বনিয়ন্তার এই রচনা-কৌশল
হেরিতে হৃদয় মন এত লালায়িত?
ফিরাই যেদিকে আঁখি হেরি নব নব
ভূষণে প্রকৃতিসতী ভূষিত যতনে!—
ওই যে অদূরে শোভে হিমগিরিবর—
ধবল হিমানিরাশি চিরবিরাজিত!
কোথাও নিবিড় বন, গিরি-বক্ষ চিরি'
অস্ফুট নিনাদে কোথা পড়িছে ঝরণা!
কি অপূর্ব্ব শোভা মরি!—কোন স্থলে পুনঃ
অনন্ত জলধিরাশি মিশেছে আকাশে!—
উত্তুঙ্গ শিখরসম তুলি' বীচিমালা
আপন অস্তিত্ব ভবে করিছে জ্ঞাপন!—
প্রকৃতির চারু কোলে লভিতে বিরাম
পাপীও বেড়ায় ঘুরি'! কি আছে কে জানে

স্বভাবে বিচিত্র লেখা,—হেরি' প্রাণ মন
উদাস উদাস যেন করে অনিবার!—
বিস্মিত, স্তম্ভিত আজি! পলকে পলকে
স্রষ্টার মহিমা মরি হেরি চারিধারে!—
কে তুমি মা জগতের জননীরূপিণি,—
বিভুর বিচিত্র লীলা ঘুষি' চরাচরে
রাখিছ অক্ষয় যশঃ? কে তোমারে বল
ভুলাইতে পৃথিবীর পাপী তাপী জনে,
অনিন্দ্য সুন্দর সাজে বলিল সাজিতে?
বুঝেছি মা তুমি সেই বিধির আদেশে
বিলাও রূপের ভরা অযাচিতভাবে!—
সাজাইয়া থরে থরে যা'কিছু সুন্দর
'নন্দন-কানন'সম করেছ এ ধরা!—
তোর স্নেহ-কোলে আমি থাকি মা যখন,—
সংসারের শোক জ্বালা যাই গো পাশরি'।
কি এক উচ্ছ্বাস আসি' লাগে হৃদিমাঝে,
পুলকে নাচিয়া প্রাণ উঠে অনুরাগে!—
অমনি আশ্বাসভরে অনন্তের পানে
ছুটে যাই প্রেম-তৃষা মিটা'তে আমার!—
কিন্তু হায় এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড-মাঝারে
একাকী আকুল প্রাণ!—এ জীবনে আর
পা'ব কি স্বর্গীয় শান্তি প্রাণের ভিতরে?—
সে আশা অলীক হায়!—বিধি মোর বাম,—
বিভুর করুণা-ধারা পায় না সকলে!

ভীত সচকিত নেত্রে চেয়ে আছি তাই,
কাননে কুরঙ্গ যথা চাহে চারিপাশে !—
চারিদিকে বিভীষিকা—নাহিকো সাহস
অনন্ত-সাগর-পথে হ'তে আগুসার !
কভু ডুবি কভু ভাসি, কা'র বলে বল
যুঝিব সংগ্রামে আমি ? ষড়রিপু মোর
চারিদিকে কলরব করিছে ভীষণ !—
ভুলিনে সে সব কথা,—হেরেছিনু যবে
কুসুম-কোমল সেই রমণীরতনে !
সেইদিন হ'তে আমি ছেড়েছি সকলি,—
ভুলেছি পার্থিব সুখ ! এ জীবন-ভার
কেন যে বেড়াই আমি বহিয়া ধরায়
না জানি আপনি আমি !—নাহি সে জ্ঞেয়ান !
হাসি খেলি কিন্তু হায় অন্তরে ভীষণ
জ্বলিছে যন্ত্রণা আজি,—কিছুতেই আর
পাই না সে সুখ যাহা বিরল জগতে !
(বিষণ্ণ মনে উপবিষ্ট)

[কাম ও লোভ পিশাচদ্বয়ের প্রবেশ]

লো। (মানবের প্রতি)
একি হেরি তোরে আজ ! কেন রে নয়নে
ঝরে বারি শতধারে, নাহিকো বিরাম ?—
তিতিছে বসন নীরে !—তব দশা হেরি'
জঘন্য এ প্রাণ মম ইচ্ছি ত্যজিবারে !

স্বা। সবাই আদরে মোরে!—কেন তুমি তবে
বিষাদে আবরি' মুখ যাপ' দিবারাতি?—
সাধের যৌবন-স্রোতে দাও অঙ্গ ঢালি'
পা'বে সুখ!—হিয়া কভু হবেনা বিকল!—

স্বা ও লো। জান না মানব, মোরা করিছে নিবাস
নরহৃদি-ক্ষেত্রমাঝে?—ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
সুযশঃ-সৌরভ সবে ছড়ায় চৌদিকে!
কেন তবে ম্লান মুখ, কিসের লাগিয়া?
সুখের আশ্বাসে নর ভুলে যায় সব,—
ভোগসুখ-তৃষা যা'র প্রাণের সম্বল!

ধা। এই সুখ দিবি ব'লে কিরে
করেছিলি বাগুরা বিস্তার?—
একি তোর নির্ম্মম ব্যাভার!—
ভেবেছিনু হৃদে ধরি' তোরে,
সদা আমি র'ব ঘুমঘোরে!—
কিন্তু হায়! একি হেরি পুনঃ,
কা'র ছায়া পাছু পাছু ফেরে?—
কে যেন রে বলে কাণে কাণে,
"পরমায়ু যা'র ক্ষণে ক্ষণে
হরে কাল দুরন্ত তস্কর,—
তা'র কিসে আসে মুখে হাসি?—
তার কেন সুখের কল্পনা?—
কেন তা'র বিষয়-বাসনা?

কেন মত্ত সদা ঘুমঘোরে,—
কেন ব্যস্ত মিটা'বার তরে
হৃদয়ের পাশব-কামনা ?—
এ জগতে সকলি অস্থির !—
তাই নদী, পবনও অধীর !—
এই আছে, পুনঃ হেরি, নাই !—
নশ্বর ও দেহ লয়ে আর,
কেন যাও বেয়ে অনিবার ?—
পুনঃ তাই তোমারে সুধাই।
তুচ্ছ করি' শোক, অশ্রু-ধার,
বুক পাতি' লও তরবার,—
ভুলে গিয়ে অতীতের গান,—
বলে ঠেলি' যাও এ তুফান !"
কত কষ্ট স'ব ?— কতকাল ব'ব
এ জীবন ভার ?— সহেনা যে আর
ভীষণ যাতনা !— পাপ-আরাধনা
জীবনের মম হয়েছে ভূষণ !
কি যাতনা-বিষ দহে অহর্নিশ
বলিব কেমনে ?—পাপ মতিমান্
রয়েছে যখন এ শরীরে মোর !—
এতকাল ধরি' তোমারেই স্মরি'
লুঠেছি চরণে,— তব গুণ-গানে
করেছি জীবন-যামিনী ভোর !
ফুটেছে এখন, জ্ঞানের তপন

হৃদয়ে আমার !— সে দাসত্ব ভার
সবলে মোচন করিনু মোর !—
কত হলাহল ছিল তোর বল্ ?—
বিষে জর জর হয়েছে অন্তর !—
আর লুটা'ব না পদতলে তোর !—
সুধারাশি বলি' দিয়াছ রে ফেলি'
সম্মুখে আমার, দুষ্ট দুরাচার !
শত শত কুম্ভ তোর হলাহল !—
কুহকেতে ভুলি', লয়েছি রে তুলি'
তব উপহার !— তুমি রে আমার
দিয়াছ গরল হৃদয়ে ঢালি' !—

(কাম ও লোভের প্রস্থান)

[শ্মশানের আলেখ্য হস্তে বৈরাগ্যের প্রবেশ]

বৈ। (মানবের প্রতি)

ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্র আঁধারে আবরি' কায়
লুটায় তটিনী-তীরে !—নীরবে পবন ধায় !—
ফুকারিছে ফেরুপাল আঁধারে লুকা'য়ে কায়—
আঁধারে তরঙ্গ তুলি' তটিনী বহিয়া যায় !—
শূন্য শূন্য চারিধার, সুষুপ্ত আকাশ, ধরা !—
শূন্যে, নীলাম্বর-তলে ঝিকি ঝিকি জ্বলে তারা !
নীচে কল কল স্বনে চারু প্রতিবিম্ব লয়ে,
সাগর-উদ্দেশে নদী প্রাণপণে যায় ব'য়ে ?—
ধরামাঝে কেহ নাহি একেলা থাকিতে চায় !—
তাইত স্বদেশ ত্যজি' তটিনী সাগরে ধায় !

ধিকি ধিকি করি' চিতা জ্বলিছে অপর পারে!—
অনন্ত গাম্ভীর্য্য তথা বিরাজে চারিটী ধারে!—
একদিন যদি হায় এ দেহ ত্যজিতে হবে,
মরুতে মরীচি হেরি' কেন ছুটে যাও তবে?—
ভুল না কুহক-মন্ত্রে, করি আজি অনুনয়,—
থাক্ না সমুখে তব দুরন্ত পিশাচ-চয়!—
সাহসে বাঁধিয়ে হিয়ে হও নর, অগ্রসর,—
কি ভয় পিশাচে তব,—কাহারে বা কর ডর?

(অন্তর্ধান)

মা। (আপন মনে)

ভীষণ শ্মশান-ক্ষেত্র!—এই তো শান্তির স্থল!
কিন্তু কোথা তা'র শান্তি,—কৈ রে হৃদয়ে বল?—
কোথা শান্তিদাতা তুমি, ঢাল' শান্তি হৃদে মোর।—
ঘুচুক অশান্তি যত অন্তরের দুঃখ ঘোর!—

দ্বিতীয় দৃশ্য—প্রমোদোদ্যান।

সময়—প্রত্যুষকাল।

[যুবতী একান্তে উপবিষ্ট]

যুবতী। আবার চঞ্চল মন! আশা-ভঙ্গে হায়
পেয়েছি যাতনা বটে; এত দিন তবু
ছিনু মত্ত ভোগসুখে মোহ-পাশে ভুলি'!
না জানি কিসের লাগি' এতকাল পরে

পুরাণো সে স্মৃতি আসি' করে জ্বালাতন !—
ফুটেছে মালতী, জুঁই দিক্ আলো করি',
পবন সৌরভ হরি' ছুটে চারিভিতে !
নিবিড় তমসা ঘেরে আছে এক ধারে !—
বিপরীত ভাগে ঘন তমোরাশি নাশি',
উঠিছে ভাস্কর !—অর্দ্ধ পৃথিবীর ভালে—
বিহঙ্গের কোলাহল উঠিছে ফুটিয়া !—
প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেরি' চিত ধায়
ডুবিতে অনন্তমাঝে !—কিন্তু কেন হায়
হৃদয়ের অন্তস্তরে জ্বলে অহরহঃ
অশান্তির তীব্রশিখা ?—অধীর পরাণ !—
কুসুম-কাননমাঝে হেরেছিনু যা'রে
তা'রি কথা কেন হায় স্বতঃ জাগে মনে ?—
কি সুখ তাহারে স্মরি' না জানি আপনি,—
তবুও পরাণ মম তা'রি পানে ধায় !
কল্পনায় কত সুখ উপজে আমার
স্মরিতে পূর্ব্বের কথা, কে তাহা বুঝিবে ?—
প্রবল পিপাসা মোর !—চারিদিক হ'তে
ভীষণ অরাতিকুল করে আস্ফালন !
কি যে এক মোহ-পাশে বেধেছে আমারে,—
সে বন্ধন কাটি হেন সাধ্য নাহি মোর !—
(ইতস্ততঃ দৃষ্টি করতঃ যুবককে দেখিয়া)
নিরখি' উহারে আজি কেন হৃদিমাঝে
প্রণয়-পাবক-শিখা করে উদ্দীপন ?

যৌবনের স্রোতে ভেসে এসে এতদূর
না পেনু আশ্রয় কোন!—যাই শুধু ভাসি'!
কাষ্ঠের ফলক যথা ভাঙ্গি' ঊর্ম্মিদলে
বিশাল সমুদ্রবক্ষে যায় নেচে নেচে,—
আমিও তেমতি হায় নিরাশ্রয় হ'য়ে
ভাসি এ সিন্ধুর স্রোতে, না পাই কিনারা!
এস দেব! প্রেম-পাশে বাঁধি' তোমা আজ
বিরলে প্রাণের কথা কহিব দুজনে!

[কামের প্রবেশ]

কা। (স্বগতঃ)
স্থখের প্রয়াসী নর! সুখ দিলে, হায়,
কিছুতে আকাঙ্ক্ষা তা'র থাকেনাকো আর!
লভিলে জ্ঞানের আলো নিভে কি কামনা?—
কে বলে?—বিশাল বিশ্বে নহে ত এ বিধি!
(প্রকাশ্যে)কি ভাব' নির্ব্বোধ বালা! হও অগ্রসর,
কিসের ভাবনা-ভারে ব্যথিত অন্তর?
যৌবন-উদয়ে আশা জেগেছে হৃদয়ে;
কেমনে তাহার গতি রোধিবে সহসা?
পার্থিব যা'কিছু আছে, অনিত্য সকলি!
নিত্য সুখে শুধু মোর আছে অধিকার!
বসন্ত-প্রমত্ত প্রাণ, আমা সম তব
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, কে আছে ধরায়?

যুবতী। পাপী আমি, প্রাণের বাসনা
ছিল যত, মিটিয়াছে মোর!
কত কাল বল এই ভাবে
রিপু-পদে হ'য়ে থাকি ভোর?—

মোহমুগ্ধ হ'য়ে এত কাল
কত পাপ না জানি করেছি!
পরমেশে ভুলি' এ পরাণ
রিপু-পদে আহুতি দিয়েছি!

সদা প্রাণ হইত চঞ্চল,—
সম দুঃখী কেবা ছিল মোর?
প্রাণে শত জাগিত বাসনা
থাকিতাম হ'য়ে সুখে ভোর!

নাহি মোর হেন কোন স্থান,
যেথা গিয়ে পরাণ জুড়াই!
জগতের শত অণুমাঝে,
পথ ভুলি' ঘুরিয়া বেড়াই!

ঘুচে গেছে সুখের কল্পনা!
পাষাণে পরাণ বেঁধেছি;—
পাপ-ইচ্ছা করি' পরিহার
বিভু-পদে প্রাণ সঁপেছি!

দূর হও পাশব কামনা,—
সংসারের ভোগ-সুখ-তৃষা!

কিছুই তো নহে চিরদিন,
তবে হায় কেন এ দুরাশা ?

[সুমতির আবির্ভাব]

সু। সুধায়েছি বারে বারে আমি,
তবু তুমি ঠেলিয়া চরণে—
প্রাণে ব্যথা দিয়াছ আমার !
মর্ম্মাহত ফণিণীর মত
অভিমানে অশ্রু ফেলি' কত,
পুনঃ হায়, এ করুণ প্রাণ
তব তরে উঠিত কাঁদিয়া !
ভুলিতাম শত অপমান
করি' বিভু-নাম-গুণ গান !—
আমা সনে কর সহবাস,
স্বরগের পাইবে আভাস !
কুমতিরে ভজ' যদি পুনঃ
স্বর্গ হতে পড়িবে খসিয়া ;
কিবা লাভ তাহারে সাধিয়া ?
ঐ দেখ স্বর্গের দুয়ার
তব তরে খোলা অনিবার !
সাধ ক'রে তবে মোহ-মদে
কেন মজ' ভুলিয়া সংসার ?—
ঘুচাইতে প্রাণের বেদনা,

ছাড়’ পাপ ইন্দ্রিয়-কামনা।
সঁপ’ প্রাণ পরমেশ-পদে ;
তিনিই যে এ ঘোর বিপদে
এক মাত্র সহায় তোমার !

(অন্তর্ধান)

তৃতীয় দৃশ্য—হিমালয়-শিখরস্থ ধর্ম্মের প্রাসাদ।

সময়—প্রদোষকাল।—

[যুবকের প্রবেশ]

যু। এতকাল বৃথা ঘুরে ঘুরে, শান্তিসুধা পেয়েছি এবার !
সংসারের অশান্তি-অনল করেনাকো হেথা হাহাকার !
হেথা শুধু জোছনা বিমল প্রেম শান্তি বিতরে সবায় !
ক্লিষ্ট ভালে ভ্রূকুটীর রেখা পড়েনাকো পশিলে হেথায় !
সমুখেতে শোভে হিমগিরি, তুলি’ শির গরবে গগণে,
মন্দাকিনী-পূত-বারি-ধার বহে নিম্নে কল কল স্বনে !—
কি যে এক মোহ-ঘুম-ঘোরে স্তব্ধ হ’য়ে আছে চারিধার,—
শ্রুতিমূলে প্রবেশিছে শুধু ঝরণার মধুর ঝঙ্কার !—
সুবিশাল চিতানলে যেন, আলোকিত পশ্চিম আকাশ,—
তরু-শিরে উচ্চশৈলোপরে করধারা ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস !
স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত সুন্দর হ’য়ে ধরা বিষাদ বাড়ায়,—
হিম-অদ্রি তপোমগ্ন যেন তেজঃপুঞ্জ যোগীজন প্রায় !—
প্রকৃতি গো, তব সুষমায়, দিশাহারা হ’য়ে আমি যাই,
অনন্তের স্রোত-মাঝে একা, কোথা যাব খুঁজিয়া না পাই !

ঘুচে গেল ভ্রম-অন্ধকার, মোহপাশ পড়িল ছিঁড়িয়া।
অনন্তের নিভৃত সাগরে ক্ষুদ্র প্রাণ গেল যে ডুবিয়া!
সংসারের আসক্তি-বন্ধন, মোহ পাপ, স্নেহ ভালবাসা—
একে একে লইল বিদায়!—কেন তবে প্রাণে এত আশা?
দূরে ওই কি দেখিতে পাই—জ্যোতিঃরাজ্য সম শোভা পায়,
হৃদয়ের অন্ধকার হরি' স্বরগের জোছনা ছড়ায়?—
যাও দূরে বিষয়-বাসনা, আসক্তির কঠিন বন্ধন,
মোহ-মায়া-পাশে মম আর, হৃদয়ের নাহি আকিঞ্চন!—

(অদূরে যুবতীকে অবলোকন করতঃ।)

ক্ষম' গত অপরাধ! ভুলিয়া না জানি
কত পাপ অত্যাচার করেছি ওপদে!
নিজ গুণে এ দাসেরে ক্ষম' দেবি আজি,
শত অপরাধে আমি দোষী তব পাশে!
এস দেবি, তুমি আমি দুজনে মিলিয়া
জীবনের উচ্চ ব্রত করি উদ্‌যাপন!—
পরমেশে প্রাণ সঁপি' প্রকৃতির কোলে
ঘুমাই আরামে মোরা, মাতৃ-অঙ্কে যথা!—
ভক্তি-প্রেম-বিশ্বাসের তুলিয়া নিশান
শান্তি-নিকেতনে মোরা সুখে যাই চলি'!—

[ধর্ম্মের প্রবেশ]

ধর্ম্ম। পূরেছে প্রাণের সাধ এত কাল পরে!
সংশয়-তিমির ভেদি' উঠিছে ফুটিয়া

দিগন্তে আশার আলো!—উদিলে আকাশে
রক্তিম-তপন-আভা, থাকে কি আঁধার?—
উষার অরুণ-ভাতি দেয় সরাইয়া
দূরের কুয়াশা-রাশি—ঘন-আবরণ।
প্রভাত-কিরণচ্ছটা জেগে উঠে ধীরে
সুষুপ্ত ধরার জীবে দেয় জাগাইয়া।
জীবনের শুভ উষা এসেছে তেমতি
নিবিড় তমসা ধীরে করি' উন্মোচন,—
অজ্ঞান-আচ্ছন্ন পাপ-কলুষিত হৃদে
প্রেমের অমৃত কর উঠেছে ফুটিয়া!—
সহস্র বৃশ্চিক-জ্বালা চাপিয়া মরমে,
করাল ভুজঙ্গ পাপে চিনেছে সবাই।
বুঝেছে ইন্দ্রিয়ে সেবি' এতদিন পরে
ধর্ম্ম-পদে মতি বই গতি নাহি আর!—

(যুবক ও যুবতীর করধারণপূর্ব্বক)

ইন্দ্রিয়-সংযম-ব্রতে ব্রতী হ'য়ে আজ
গভীর প্রেমের তত্ত্ব শিখা'লে মানবে।
আদর্শ-উদ্বাহ-পাশে বাঁধি' উভয়েরে,
স্বর্গের সুন্দর ছবি দেখাই জগতে!—

(অন্তর্ধান)

(শূন্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি)

যবনিকাপতন।

সম্পূর্ণ।